# জাতীয় সম্মেলন'৯২

# স্মরণিকা

আসন্ন

সম্পাদনাঃ শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম

কুরআনের পথে

ছহীহ হাদীছের পথে

মুক্তির পথে

আল্লাহর পথে

রাসূলের পথে

জিহাদের পথে

## বাংলাদেশ আহ্‌লে হাদীছ যুবসংঘ

আসুন ! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

জাতীয় সম্মেলন '৯২

মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ

# স্মরণিকা

সম্পাদনা ঃ শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ
আহলেহাদীছ
যুবসংঘ

www.ahlehadeethbd.org

প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ মাদ্রাসা মার্কেট (৩য় তলা)
রাণীবাজার, পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ ইং

মুদ্রণে ঃ পপুলার প্রেস,
রাণীবাজার, রাজশাহী-৬১০০

হাদিয়া ঃ সাত টাকা মাত্র।

"JATIO SHAMMELON'92 SHARANIKA"
Published by : Bangladesh Ahlehadees Juboshangho,
Head office : Madrasah market ( 2nd floor )
Ranibazar, P. O. Ghoramara, Rajshahi-6100

www.ahlehadeethbd.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# ॥ সম্পাদকীয় ॥

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। যাঁর অপার মেহের-বাণীতে গত বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় সম্মেলন '৯২ স্মরণিকা প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল। আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর। যাঁর আদর্শকে 'দাওয়াত ও জিহাদের' মাধ্যমে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' কর্মী ও উপদেষ্টাগণ জান-মাল দিয়ে আন্দোলন করে চলেছেন।

১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এদেশের তরুণ সমাজ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্বুদ্ধ হন। যদিও মাঝে মধ্যে অদৃশ্য হাতের ইশারায় সৃষ্ট প্রতিকুলতার ঝড় তাদেরকে এ আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তথাপিও এ আন্দোলনের প্রকৃত কর্মীবাহিনী আল্লাহর উপর ভরসা রেখে অবিচলভাবে সামনে এগিয়ে চলেছেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও বিভিন্ন কারণে সাধ্য হ'লনা মনের মত করে স্মরণিকা সাজানোর। যে সকল ভাই ও বোনেরা যথা সময়ে লেখা দিয়ে স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদেরকে জানাই আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ। আর যে সকল ভাই-বোনদের লেখা ছাপাতে পারিনি, তাঁরা যেন নিরাশ না হন। ইনশাআল্লাহ আগামীতে আমাদের পরিকল্পনা রইল। যুবসংঘ ও মহিলাসংস্থার সকল ভাই ও বোনের প্রতি রইল আমাদের সেই আবেদন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন! আমীন!!

# বাণী

গত বছরের ন্যায় এবারও আমাদের উত্তরসূরী তরুণ ভাইয়েরা তাদের তাজা ফুলের সুবাস নিয়ে স্মরণিকা-র ডালি সাজিয়ে বের করছে জেনে খুবই আশ্বস্ত বোধ করছি। তাদের আকীদা ও আমলের অন্তর্নিহিত ঢেউ লেখনী ও কবিতা আকারে বাণীরূপ পেয়েছে। কালির আঁচড়ে উপাস্থপনা শৈলী বড় কথা নয়, বরং তাদের মধ্যে ঢেউ জেগেছে, এটাই বড় আশার কথা। আল্লাহ তুমি তাদের এই আবেগকে তোমার দ্বীনের কল্যাণে ব্যয়ের তাওফীক দাও! তোমার জান্নাতী তাসনীম-এর ঝর্ণাধারায় তাদের চিন্তার কলুষগুলিকে বিধৌত করে তোমার মকবুল বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও, এটাই তোমার বারগাহে আমার তামান্না রইল। আমীন !!

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর,
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদ
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

সহকারী অধ্যাপক,
আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৪ঠা ফেব্রুয়ারী '৯২

# ।। সূচীপত্র ।।


| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। কুয়েতে প্রদত্ত ভাষণ— | — | ১ |
| ২। রাসূলের পথে চলি (কবিতা)— | — | ৭ |
| ৩। আল্লাহ মোদের মহান প্রভু (কবিতা)— | — | ৭ |
| ৪। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (কবিতা)— | — | ৮ |
| ৫। মোদের পণ (কবিতা)— | — | ৮ |
| ৬। কাফেলার ডাক (কবিতা)— | — | ৯ |
| ৭। জাতীয় সম্মেলন '৯২ (কবিতা)— | — | ১০ |
| ৮। মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ (কবিতা) | — | ১১ |
| ৯। আমার সংগঠন (কবিতা)— | — | ১২ |
| ১০। যুবসংঘের ডাক (কবিতা)— | — | ১৩ |
| ১১। যুবসংঘ (কবিতা)— | — | ১৩ |
| ১২। যুবসংঘের জিহাদী ডাক (কবিতা)— | — | ১৪ |
| ১৩। আমরা মোহাম্মাদী নারী (কবিতা)— | — | ১৪ |
| ১৪। ইসলামী রাজনীতি— | — | ১৫ |
| ১৫। বিশ্ব মানবতায় নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)— | — | ১৭ |
| ১৬। ধর্ম : জাতীয় উন্নতিতে উহার প্রভাব— | — | ১৯ |
| ১৭। আমাদের কর্তব্য— | — | ২৫ |
| ১৮। কুরআনের ভাষায় কথা বলা— | — | ২৭ |
| ১৯। দাওয়াত ও জিহাদ গুরুত্বপূর্ণ কেন ?— | — | ৩১ |

# বাণী

মহান আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' জাতীয় সম্মেলন '৯২ স্মরণিকা প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এতে তরুণ প্রতিভাগুলির যে সুন্দর সুন্দর লেখনী স্থান পেয়েছে আগামী দিনে সমাজ পরিবর্তনের জন্য তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে বলে বিশ্বাস করি। দু'আ করি এ পথযাত্রা আল্লাহপাক কবুল করুন। আমীন!

**আবদুস সামাদ সালাফী**
নায়েবে আমীর
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদ
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

সভাপতি, সম্মেলন ব্যবস্থা কমিটি
ও
অধ্যক্ষ, আল-মারকায আল-ইসলামী
আস-সালাফী, নওদাপাড়া,
ডাকঘর : সপুরা, রাজশাহী।
৮ই ফেব্রুয়ারী '৯২

www.ahlehadeethbd.org

জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কর্তৃক

# কুয়েতে প্রদত্ত ভাষণ

[বিগত ১৯ হ'তে ২২শে জানুয়ারী '৯২ চারদিন ব্যাপী কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবাহ আল-সালেম আল-সাবাহ মিলনায়তনে আয়োজিত বিশ্ব ইসলামী সম্মেলনে কুয়েত সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের সাতজনসহ বিশ্বের ৩৫টি দেশের ৪২২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্য হ'তে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট আহলেহাদীছ প্রতিনিধিদের সম্মানে গত ২২শে জানুয়ারী '৯২ বুধবার বাদ এ'শা স্থানীয় সময় রাত ৮-টা হ'তে কুয়েতের 'জম্‌ঈয়াতু এহইয়াইত্‌ তুরাছিল ইসলামী' নামক ধর্মীয় ও সমাজকল্যান সংগঠন তাদের নিজস্ব মিলনায়তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ও ভোজ সভার আয়োজন করেন। সংগঠনের সভাপতি শায়খ খালিদ সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আন্তর্জাতিক আহলেহাদীছ সম্মেলনে কুয়েতের বিশিষ্ট সালাফী উলামায়ে কেরাম ও নের্তৃবৃন্দ ছাড়াও মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর আমীর শায়খ মুখতার আহমাদ নদভী, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের আমীর মিয়া ফযলে হক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের সভাপতি ডক্‌টর মুহাম্মাদ আবদুল বারীসহ বিভিন্ন দেশের আহলেহাদীছ নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের যেসব দেশের প্রতিনিধি ভাষণ দান করেন, তাঁরা হলেন আফ্রিকা হ'তে জামা'আতু আনছারিস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়াহ, সূদান-এর সভাপতি শায়খ মুহাম্মাদ হাশিম আল-হাদিয়াহ, ইন্দোনেশিয়া হ'তে মারকাযী জমঈয়তুল মুহাম্মাদিয়াহ্‌র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং প্রশিক্ষণ ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটির সদস্য জনাব আহমাদ যওয়াভী বিন নওয়াভী, পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সাজেদ মীর, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল ওয়াহ্‌হাব খালজী, জমঈয়তে আহলেহাদীছ নেপাল-এর

সহ-সভাপতি শায়খ আবদুল্লাহ মাদানী এবং বাংলাদেশ হ'তে জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এক্ষণে তাঁর আরবী ভাষণের বাংলা অনুবাদ পেশ করা হ'ল—সম্পাদক]

যথারীতি সালাম ও হাম্‌দ ও না'তের পরে—

এই মহান সম্মেলনের মাননীয় সভাপতি, সুদান ইন্দোনেশিয়া, হিন্দুস্তান, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বহির্দেশসমূহ হ'তে আগত সম্মানিত আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ, জমঈয়তু এহ্‌ইয়াইত্‌ তুরাছিল ইসলামীর মাননীয় মুরব্বীয়ান ও বিশেষ করে আমার প্রিয় যুবকর্মীবৃন্দ, আমি আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি যেভাবে বুযর্গ ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী তাঁর যামানায় কোন মুসলিম যুবককে দেখলে মুবারকবাদ জানাতেন এবং বলতেন "রাসূলুল্লাহ (দাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাই, তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করি। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলেহাদীছ।" অতঃপর আমি আপনাদের সকলকে বিশ্বপ্রভুর ভাষায় সালাম জানাচ্ছি, যিনি আমাকে আমার কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি ও চিন্তা ছাড়াই হঠাৎ করে বাংলাদেশ থেকে উঠিয়ে এনে কুয়েতে অবতরণ করিয়েছেন, এবং আপনাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অমূল্য সুযোগ দান করেছেন— সালামুল্লাহি আলায়কুম ওয়া রাহমাতুহু ওয়া বারাকাতুহু ·····।

সম্মানিত ভ্রাতাগণ! প্রথমে আমি আপনাদেরকে অবহিত করতে চাই যে, আমি আপনাদের আমীরের আমন্ত্রণক্রমে আপনাদের দেশের সরকারী মেহমান হিসাবে সাত সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে এদেশে আগমন করেছি, যার মধ্যে দু'জন আমরা আহলেহাদীছ। একটি কথা আমি না বলে পারছি না, সেটি হ'ল যে, আপনাদের সরকার এই সম্মেলনের নাম দিয়েছেন 'মেহেরজান' বলে। অথচ 'মেহেরজান' ফারসী শব্দটির আরবী অর্থ হ'ল ঈদ বা উৎসব (Festival)। গত যুদ্ধের সময়ে ইরাকে আটক একুশ শত কুয়েতী ও অ-কুয়েতী ১৩টি দেশের যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি ও তাদের শোকাহত পরিবারবর্গের সমর্থনে আয়োজিত অত্র সম্মেলন নিশ্চয়ই কোন উৎসব নয় ·· ··· । জানিনা এই ফারসী শব্দটি বাছাই করার পিছনে আপনাদের সরকারের কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে।



www.ahlehadeethbd.org

আমি দু'আ করি আল্লাহপাক যেন ঐসব ভাগ্যহত যুদ্ধ বন্দী ভাইদেরকে ইরাকের বন্দীশালা হ'তে সত্বর মুক্তিদান করেন ও তাদেরকে সত্বর তাদের বিরহকাতর পরিবার-বর্গের নিকটে নিরাপদে সুস্থশরীরে ফিরিয়ে দেন—আমীন! আমি আপনাদেরকে এটুকু বলতে পারি যে, রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে আমাদের যুবকেরা যুদ্ধের সময়ে আক্রমণকারী ইরাকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার পক্ষ হ'তে ইরাকের বিরুদ্ধে পত্রিকায় বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

প্রিয় যুবক ভাইয়েরা আমার!

আখেরাতে নাজাতের জন্য আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী (দঃ)-এর মাধ্যমে মুমিনদের জন্য দু'টি শর্ত নাযিল করেছেন—ঈমান ও জিহাদ। যেমন সূরায়ে ছফ-এর মধ্যে তিনি বলেন—'হে মুমিনগণ' আমি কি এমন একটি ব্যবসায় সম্পর্কে খবর দিব না, যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক আযাব হতে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপরে ঈমান আন এবং আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম হ'বে যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর আমার প্রিয় সাথীগণ! এটা আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, দাওয়াত ব্যতিত ঈমানের কোন মূল্য আল্লাহর কাছে নেই। আর সে দাওয়াত হ'বে শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে। নইলে শিরকের ভয় আছে। যেমন আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে বলেন—'তুমি তোমার প্রভুর পথের দিকে ডাক এবং তুমি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়োনা।' অর্থাৎ তুমি যদি আল্লাহর পথে মানুষকে না ডাক, তাহলে অবশ্যই তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কত কঠিন ধমকি একবার চিন্তা করুন। দুনিয়ার সেরা ও সর্বশেষ নবীর জন্য এই ধরণের বক্তব্য নাযিল হয়, তাহলে আমাদের মুক্তির উপায় কি, যদি আমরা মানবজাতিকে আল্লাহর পথে দাওয়াত না দেই? অথবা যদি আমরা আল্লাহর পথে দাওয়াতে অলসতা করি?

অতঃপর হে আমার যুবক বন্ধুগণ! দাওয়াতের তিনটি স্তর রয়েছে (১) দাওয়াত প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ফরযে আইন— যখন সমাজে ন্যায়ের উপরে অন্যায় বিজয় লাভ করে। যেমন আল্লাহ বলেন 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত; তোমাদের উত্থান ঘটানো



www.ahlehadeethbd.org

হয়েছে মানুষকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করার জন্য···।’ (২) দাওয়াত ফরযে কিফায়াহ — যেখানে অল্পসংখ্যক লোক অন্য সকলের জন্য যথেষ্ট হয়। এটা ঐসময় যখন সমাজে ন্যায় বিজয়ী ও অন্যায় পরাজিত থাকে। কিন্তু দাওয়াতের জন্য নির্দিষ্ট কোন লোক থাকে না। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা চাই, যারা ন্যায়ের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করবে ··· । বস্তুতঃ তারাই হ’ল সফলকাম।’ (৩) দাওয়াত সুন্নাত বা মুবাহ, যখন সমাজে ন্যায় অন্যায়ের উপরে বিজয়ী থাকে এবং কিছু লোক দ্বীনের দাওয়াতের জন্য নির্দিষ্ট থাকেন। যেমন আল্লাহ বলেন ‘তোমাদের প্রত্যেক দলের মধ্য হ’তে কিছু লোক কেন ঘর হ’তে বের হয় না যারা দ্বীনের জ্ঞান হাছিল করবে এবং ফিরে এসে নিজের কওমকে ভয় প্রদর্শন করবে।’ এ মহতী সম্মেলনে উপস্থিত তরুনদেরকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আজকের মানব সমাজে ন্যায়নীতি বিজয়ী অবস্থায় আছে না পরাজিত অবস্থায় আছে? যদি পরাজিত অবস্থায় থাকে, তবে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ফরযসমূহের মধ্যে অন্যতম সেরা ফরয প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বিশেষ করে প্রত্যেক খালেছ মুসলিম যুবকের জন্য।

পরকালীন নাজাতের দ্বিতীয় শর্ত হ’ল, জিহাদ। রাসূলের (ছাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। আল্লাহপাক বলেন ‘তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে যতক্ষণ না আল্লাহ জানতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের মুজাহিদ ও সত্যিকারের ধৈর্য্যশীল···?’ দাওয়াতের ন্যায় জিহাদের ও কয়েকটি স্তর আছে। যেমন কথার দ্বারা জিহাদ, লেখনীর জিহাদ, মালের দ্বারা জিহাদ, সশস্ত্র জিহাদ ইত্যাদি। স্থান-কাল ও অবস্থাভেদে প্রত্যেক জিহাদই কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা ফরয। এক্ষণে যদি আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ না করি এমনকি মনের মধ্যে জিহাদের চিন্তাও না রাখি, তাহ’লে রাসূলের বাণী অনুযায়ী মুনাফেকী হালতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। যার পরিণাম হবে পরকালে বড়ই মারাত্মক। জিহাদ যুবক-বৃদ্ধ সকলের উপরেই ফরয। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ‘তোমরা তরুণ ও বৃদ্ধ সর্বাবস্থায় বেরিয়ে পড় এবং আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর।

সম্মানিত ভ্রাতাগণ !

বাংলাদেশের আহলেহাদীছ যুবকগণ তাদের সংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ তত্ত্বাবধানে বিগত চৌদ্দ বছর থেকে উপরোক্ত লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।



www.ahlehadeethbd.org

এই সংগঠন ( আরবীতে 'জমঈয়াতু শুব্বানি আহ্‌লিল হাদীছ' ) বিগত ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে ভাষণরত এই নিকৃষ্ট ফকীরের হাতে প্রতিষ্ঠালাভ করে। যেখানে পূর্ব থেকেই মাননীয় ডক্‌টর মুহাম্মাদ আবদুল বারীর নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ' পরিচালিত হয়ে আসছে। যিনি আজ আপনাদের মাঝে এখানে উপবিষ্ট আছেন। যদি আল্লাহ পাক মনযুর করেন তবে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা আগামী ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশ জঈয়তে আহলেহাদীছের কেন্দ্রীয় কনফারেন্স আগামী এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

বর্তমানে আমাদের যুবকদের মধ্যে আন্দোলনের গতি পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে যুব প্রশিক্ষণের কর্মসূচী রয়েছে। প্রতিদিন বাদ এশা মহল্লায় মসজিদে হাদীছ শুনানো এবং মাসিক তাবলীগী ইজতিমার ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে তরুণ ও প্রৌঢ় সকলে হাজির হয়ে থাকেন। মাসিক ইজতেমাগুলি মাগরিবের পরে শুরু হয় ও পরদিন যোহরের আগে শেষ হয়। এই সকল ইজতেমায় কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে যুগ জিজ্ঞাসার জওয়াবদানের চেষ্টা করা হয়। এই সকল কর্মসূচী ছাড়াও অন্যান্য কর্মসূচী রয়েছে। যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্রসহ মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বাতিল আকীদার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা ফ্রি বিতরণসহ আহলে-হাদীছ যুবসংঘ এযাবত প্রায় ১৫ প্রকারের বই, পুস্তিকা ও লিফলেট-বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। এমনিভাবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ ও অনেকগুলি বই প্রকাশ করেছে। 'তাওহীদের ডাক' নামে আহলেহাদীছ যুবসংঘের একটি মুখপত্র রয়েছে—যা বর্তমানে বিশেষ কিছু কারণে বন্ধ রয়েছে। অমনিভাবে 'আরাফাত' নামে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র রয়েছে।

আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ( ১০ কোটি ) জনসংখ্যার মধ্যে আনুমানিক ১৫ মিলিয়ন আহলেহাদীছ জনবসতি রয়েছে। সেকারণ আমি গর্বের সাথে বলতে পারি যে, বাংলাদেশ বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত দেশ…। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। যবর দখলকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র জিহাদের গর্বিত উত্তরাধিকার রয়েছে। আমাদের নেতা আল্লামা ইসমাঈল দেহলভী ও সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে পাঞ্জাবের



www.ahlehadeethbd.org

বালাকোট প্রান্তরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে তাঁরা শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর সাথে জেহাদে যারা শরীক হয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন বাংলাদেশ ও বিহার অঞ্চল হ'তে আগত। আল্লাহর রহমতে বাংলা ও বিহার অঞ্চলেই আহলেহাদীছ জনসংখ্যা দক্ষিণ এশিয়াই আজও সর্বাধিক। বর্তমানে সশস্ত্র যুদ্ধ না থাকলেও সেখানকার আহলেহাদীছ ওলামা ও জনগণ শিরক, বিদ'আত ও বিজাতীয় মতবাদ-সমূহের বিরুদ্ধে জান-মাল দিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে আমাদের যুবকদের শ্লোগান হ'ল 'মুক্তির একইপথ দাওয়াত ও জিহাদ'। অর্থাৎ আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার দুটি মাত্র পথ খোলা আছে। একটি হ'ল নিজ জীবনে আমলসহ সকলকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া। অপরটি হ'ল স্রেফ আল্লাহকে রাযী করার জন্য জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ঝাপিয়ে পড়া।

আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যেও আন্দোলনের কাজ চলছে। এই অধমের তত্বাবধানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা' (জমঈয়তে খাওয়াতীনে আহলিল হাদীছ) পরিচালিত হচ্ছে; যারা তাদের নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী মহিলাদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে আমি পুনরায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং 'জমঈয়তে এহ্ইয়াত্ তুরাছিল ইসলামী'-র মাননীয় নেতৃবৃন্দ ও উলামায়ে কেরামের প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমরা আমাদের প্রিয় দেশে আপনাদেরকে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সফরের মাধ্যমে আমাদের জনগণ ও তরুণ সমাজ আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রতি আরও উৎসাহিত হবে। আমি আল্লাহর নিকটে তাওফীক প্রার্থনা করছি ঐ সকল বিষয়ের যার মধ্যে তাঁর মহান দ্বীনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহপাক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-বর্গ ও ছাহাবীদের উপরে শান্তি বর্ষণ করুন। ওয়াস্ সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

www.ahlehadeethbd.org

## রাসূলের পথে চলি

আবদুস সালাম ছিদ্দীকী (রূপসা, খুলনা)

আল্লাহ মোদের এক, আর কাউকে মানিনা,
আহলেহাদীছ দলটি মোদের ধোঁকাবাজী জানিনা।
পীর-পুরোহীত, ফকীহদের রচিত যতসব মতবাদ,
আহলেহাদীছ আন্দোলনে হ'য়ে যায় সব উৎখাত।
আলকুরআন আর ছহীহ হাদীছ মোদের দলীল,
এই পথে যারা থাকে অটুট, তারাই মোদের খলীল।
আলকুরআন আর ছহীহ হাদীছের বিপরীত কাজ যারা করে,
আহলেহাদীছ নামটি তাদের বলতে লজ্জা করে।
সব মতবাদ বাদ দিয়ে নবী প্রদত্ত আন্দোলন আহলেহাদীছ করি,
হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী এসোগো সবাই,
রাসূলের পথে চলি ॥

## আল্লাহ মোদের মহান প্রভু

মোঃ মামুনুর রশীদ (খুলনা)

আমরা তোমার দ্বীনের সৈনিক হে দয়াল রহমান!
ল'য়ে তাওহীদী চেতনা জিহাদের ময়দানে হ'য়েছি আগুয়ান।
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাণী উচ্চ রাখতে ধরার বুকে,
ছুটাবো মোরা বাতিল শক্তি শহীদ হ'ব হাসিমুখে।
মোরা বিশ্বের মাঝে সেরা জাত, আরো রাসূলের উম্মাত,
দেশে দেশে তাই প্রচার করি তাওহীদী মতবাদ।
রসূল মোদের মহান নেতা, মোরা তাঁরই উত্তরসূরী,
মহান নেতার অনুসারী হ'ব বিপ্লবী পথ ধরি।
হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলীর ভেদাভেদ ছিন্ন করি,
নহে হানাহানী শ্লোগান দিব তাওহীদের আল্লাহর রশি ধরি।
প্রভু তুমি দূর কর মোদের হিংসা আর ভেদাভেদী,
ভুবনে আবার এক হ'য়ে যাক উম্মাতে মুহাম্মাদী ॥



www.ahlehadeethbd.org

## লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মোঃ আবদুল মান্নান (সাতক্ষীরা)

মোরা আহলেহাদীছ যুবসংঘের বীর সেনানী নওজোয়ান,
আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে মুজাহিদ বেশে হয়েছি আগুয়ান।
ভয় করিনাকো বাতিল শক্তির, করিনাকো মাথা নত,
তাগুত শক্তির ধারালো অস্ত্র, মোদের আঘাত করুক না যত।
আন্দোলনের লক্ষ্য মোদের 'নির্ভেজাল তাওহীদ' প্রচার,
উদ্দেশ্য মোরা প্রতিষ্ঠা করবই 'একত্ববাদ আল্লাহর'।
যথাযথ অনুসরণ করব মোরা শুধু 'কিতাব ও সুন্নাহার',
সন্তুষ্টি অর্জন করব মোরা 'মহান স্বষ্টিকর্তার'।
পাঁচটি মূলনীতিকে ভিত্তি করে কর্মসূচী রেখেছি চার,
ত্রিমুখী হাতিয়ার করে ব্যবহার হঠাব বাতিল ও কল্পিত মতবাদ।
দোয়া চাই প্রভু তোমার কাছে ওগো রহীম-রহমান,
মোরা শহীদ হ'লেও থাকে যেন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মান॥

## মোদের পণ

মোঃ আবদুল আহাদ (সাতক্ষীরা)

ভয় নাহিকো মোদের অন্তরে,
মুজাহিদ বেশে থাকব মোরা রণপ্রান্তরে।
নামে যদি নামুক রক্তের ঢল,
মোরা আহলেহাদীছ যুবদল।
শিরক-বিদআত করব পদতল,
রচিত মতবাদ করে দেব অচল।
প্রয়োজনে রক্ত দেব এটাই মোদের বাসনা,
আহলেহাদীছ যুবসংঘ আমরাইতো বীরসেনা।



www.ahlehadeethbd.org

# কাফেলার ডাক

মোঃ আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার) রাজশাহী

তাকবীর ধ্বনি দিয়ে মসলিম ছোটরে,
সংশয়-লাজ ত্যাগী আজ জেগে ওঠরে।
মুসলিম কাফেলায় তাকবীর হাঁকছে,
আল্লাহর পথে যেতে ঐ শোন ডাকছে।
আঁকা বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথে চলো আজ,
বাঁকা পথে বসে আছে শয়তান দাগাবাজ।
চলো আজ সেই পথে রাসূলের দেখানো,
করো আজ সেই কাজ রাসূলের শেখানো।
আল্লাহর মাহবুব শেষ নবী হযরত,
তাঁর দে'য়া ফায়সালা মেনে চলো আলবৎ।
শেষ নবী সে যে ভাই নবীদের সরদার,
শাফাআত করবে সে ঘোষণাটি আল্লাহর।
ওলামা ও বুজুর্গান, পীরী-ওলী-দরবেশ,
থাকবে না সেই দিন ক্ষমতার কোন লেশ।
কেন আজ ছেড়ে দিয়ে রাসূলের তরীকা,
পীর-ওলী-দরবেশ-ইমামের ধরি পা।
হুঁশিয়ার হও সবে ছেড়ে যত ধান্দা,
রাসূলের উম্মাৎ আল্লাহর বান্দা।
সোজা পথ ধরে চলো, ছাড় পথ গুমরাহীর,
ফয়সালা মেনে চলো কুরআন ও হাদীছের।



www.ahlehadeethbd.org

# জাতীয় সম্মেলন '৯২

মোকছুদ আলী মোহাম্মাদী বিন আবু বকর ছিদ্দীক (সাতক্ষীরা)

যাত্রা মোদের সফল কর ইয়া এলাহী
তোমার নামে যাত্রা করি সুদুর রাজশাহী।
একই আশা সবার মনে,
চলেছি সেথায় সম্মেলনে ;
'৯২-এর সম্মেলনে তাবলীগী ইজতেমায়।
নির্ভেজাল তাওহীদ বাণী শোনার প্রত্যাশায়॥

গ্রীক রচিত ফাতওয়ায় মোরা নহি বিশ্বাসী,
আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সবাই ভালবাসী।
বিশ্ব হ'তে চিরতরে,
মনগড়া সব মতবাদ রাখবো দুরে ;
প্রয়োজনে শহীদ হবো সত্যের সন্ধানে।
যাত্রা মোদের সফল কর জাতীয় সম্মেলনে॥

মুসলিম মোরা সত্যের বাহক আল্লাহর খেলাফতে,
বাস্তব জীবন করতে যাপন চলেছি নবীর (ছাঃ) তরীকাতে।
শত ধোকায় রয়েছে মানুষ,
এখনো তাদের হ'লনা হুঁশ ;
মোহান্ধ র'য়েছে যারা, আল্লাহ দেখাও তাদের সরলপথ।
কুরআন-হাদীছের ছহীহ প্রমাণে গড়তে তাদের ভবিষ্যৎ॥



www.ahlehadeethbd.org

# মুক্তির একই পথ
# দাওয়াত ও জিহাদ

মোঃ রফিকুল ইসলাম (বগুড়া)

মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ,
শিরক বিদ'আত ও জাহিলিয়াত করে দিতে উৎখাত।
বাতিল ও বিজাতীয় যত মতবাদ করে দিতে নস্যাৎ,
ধরেছি মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ ॥

তাকলীদের ঐ অন্ধ প্রাচীর করে দিতে নস্যাৎ,
আর আছে যত সব মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।
নিখাঁদ তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় সব করে দিতে উৎখাত,
ধরেছি মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ ॥

চাই আমরা এমন একটি ইসলামী সমাজ,
যেখানে রবেনা প্রগতির নামে বিজাতীয় মতবাদ।
জাহিলি রসম-রেওয়াজ করিতে পদাঘাত,
ধরেছি মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ ॥

মানিনা যুক্তি তর্ক অথবা প্রচলিত কুসংস্কার,
যদি কিছু হয় হাদীছ বিরোধী করি তা সংস্কার।
কুরআন-হাদীছ বাস্তবায়নে করিতে জিহাদ,
ধরেছি মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ ॥

'যার ধর্ম তার কাছে' বলে—বড় কথা বলে যারা,
আল্লাহর স্থলে বিধান দাতা ও প্রভু হয়ে থাকে তারা।
আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় চাই ওদের উৎখাত,
ধরেছি মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ ॥



www.ahlehadeethbd.org

ভোটারের ভোটে হক কোনদিন প্রতিষ্ঠা হয় না,
ভোটে কোনদিন ইসলামী বিপ্লব করা যায় না।
ভোট ভিক্ষা চাই না—চাই আপোষহীন জিহাদ,
ধরেছি মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ ॥

এসো হে তরুণ! জীবন গড়ি কুরআন-হাদীছ আঁকড়ে ধরি,
এসো হে যুবক! সমাজ গড়ি ইসলামী সমাজ বিপ্লব করি।
হক পথের ঐ সিঁড়ি ধরি বাতিলের সাথে করি জিহাদ,
ধরেছি মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ ॥
মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ ॥

——

## আমার সংগঠন

মোঃ আরসাদ আলী (সাতক্ষীরা)

হে আমার সংগঠন!
আমি তোমাকে কত ভালবাসী।
তোমার মাঝে নিহিত রয়েছে মানুষের কল্যাণ,
যুবসমাজ মোরা তোমার কাছে নিয়েছি অবস্থান।
হে যুবক! হে নওজোয়ান!
সংগঠন তোমাকে ডাক দিয়েছে শোন্‌রে পেতে কান।
শিরক-বিদ'আতে ছেয়ে গেছে মোদের বাংলাদেশ,
ঝাণ্ডা উড়বো তাওহীদী, দেখবে ভণ্ড পীর-ফকীরের সমাবেশ।
হে আমার সংগঠন!
আমি তোমায় কত ভালবাসী।
তোমার দাওয়াত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিক নির্দেশনা,
ভয় নাই তোমার, আমরা আছি, রাখবোনা শিরক বিদ'আতের আস্তানা।
হে শাহাদৎ পিপাসু তরুণ!
আর নয় কাপুরুষতা, হয়োনা অলস, থেকনা আরাম আয়েশে মত্ত,
সমাজ বিপ্লব ঘটবে সেদিন, বুঝলে দাওয়াত ও জিহাদের তত্ত্ব।



www.ahlehadeethbd.org

## যুবসংঘের ডাক

**মোঃ বছির উদ্দীন** ( উপদেষ্টা, যশোর )

আয়রে তোরা আয় যুবসংঘে আয়,
যুবসংঘের কর্মীগণ করে সত্যের আন্দোলন।
কুরআন-হাদীছের দাওয়াত দিয়ে সবাইকে বুঝায়। ঐ
আল্লাহর পথে চলতে হলে আসবে বাঁধা সকল কালে,
এই বাধাকে বান্‌চাল করতে যুবসংঘ এগিয়ে যায়।—ঐ
আল্লাহর দীন করতে কায়েম যুবকেরা হয়েছে ছায়েম।
দিকে দিকে কুরআন-হাদীছের দাওয়াত পেঁছায়।—ঐ
কুরআন-হাদীছের আন্দোলন করছে ভাইরে যুবকগণ,
একারণে তাদের দিয়ে চালাও সংগঠন।
তারা ছাড়া আহলেহাদীছের নাইরে উপায়।—ঐ
সকল কথার শেষেতে ভাই একটি কথা বলে যাই,
আয়রে তোরা আয় যুবসংঘে আয়॥

---

## যুবসংঘ

**মোঃ মোমতাজ আলী খাঁন** ( রাজশাহী )

ফুলের মত জীবন খুঁজি
কিন্তু কোথায় পাই,
রসম পূজায় পুরো অন্ধ
আশার গুড়ে ছাই।

সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য
মনে যখন ভাবি,
শিরক-বিদ'আতের সয়লাবে ভেসে
হারিয়ে তাওহীদের চাবি।
তাকলীদের মোহে ঘুরে মরি
ছহীহ আমল নাই,
হিকমাতের নানান দোহাই পেড়ে
ডাকে কত ভাই।
বক্র পথের ধোকায় যখন
শত জীবন ভংগ,
ঠিক সময়ে পাশে দাঁড়ায়
বীর 'যুবসংঘ'।



www.ahlehadeethbd.org

## যুবসংঘের জিহাদী ডাক

মোঃ আবদুর রহিম ( যশোর )

বুকে কুরআন মাথায় কাফন
হাতে ধরি তলোয়ার,
আল্লাহর হুকুম কায়েম করব
আমরা সবে নৌ-জোয়ান।
চলব মোরা সিরাতে মুস্তাকিমে
বক্রপথে চলবনা,
ভণ্ডদের সংগী হয়ে
তাগুতের দলে ভিড়বনা।
পীর পুজা, করব পূজা আর
ফের্কাবন্দির আস্তানা,
ভেঙ্গে চুরমার করব মোরা
বিশ্বের বুকে রাখবনা।
তাই বলি আহলেহাদীছ যুবকগণ
কর সবে যুবসংঘে যোগদান,
চল এগিয়ে সামনে তোরা
হয়ে খালিদের মত নৌ-জোয়ান।

## আমরা মোহাম্মাদী নারী

মোছাঃ ওহীদা বেগম
( সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা )

এমন কিছু করব মোরা দেশের কাজে লাগে,
বিনিময়ে চাই শুধু আল্লাহর রহমত আগে।
তাঁর সাহায্য চাইবো শুধু যিনি মোদের মহান প্রভূ,
হাজার কাজের মাঝে মোরা ভূলবো নাকো তাঁকে কভূ।
আমরা মোহাম্মাদী নারী, নবী মোদের মোস্তফা (ছাঃ)
পৃথিবীতে সবার কাছে প্রাণভরা দোয়া চাই,
আখেরাতে নবীজি (ছাঃ)-এর শাফায়াত যেন পাই।



www.ahlehadeethbd.org

# ইসলামী রাজনীতি

মোঃ মামুনুর রশীদ ( খুলনা )

'রাজনীতি' কথাটির অর্থ—রাজ্য বিষয়ক নীতি। তবে রাজনীতির অর্থ 'নীতির রাজা' বললেও অতুক্তি হয়না। যেমন—হাঁসের রাজাকে 'রাজহাঁস' পথের রাজাকে 'রাজপথ' বলা হয় ইত্যাদি। আর নীতি শব্দটি বিপরীতমুখী দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। যেমন—'ন্যায়নীতি ও দুর্নীতি' ইত্যাদি। কার্যতঃ রাজা সাধারণতঃ দেশের মহৎ, সৎ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই হয়ে থাকেন। তাই উল্লেখিত গুণে গুনান্বিত রাজাগণই প্রকৃত পক্ষে আদর্শ রাজার মর্যাদায় অভিশিক্ত হয়ে থাকেন। কাজেই ন্যায়নীতি সম্বলিত সুমহান বিধি-বিধানকেই 'রাজনীতি' বলা হয়।

'ইসলাম' আল্লাহ তা'লার মনোনীত একটা সর্বাঙ্গ-সুন্দর পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যেখানে মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক অর্থাৎ দ্বীনি ও দুনিয়াবী সকল দিক ও বিভাগের সঠিক বিধি-বিধান সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। যা ন্যায়নীতির আলোকে সমুজ্জল হ'য়ে আছে এবং বিশ্ববাসীকে 'ছিরাতে মস্তাকীমের' সন্ধান দিতে সক্ষম। তদুপরি যা অনুসরণ করলে মানুষ কখনো জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়না। নিপতিত হয়না বিভ্রান্তির করাল গ্রাসে।

বিদায় হজ্বের ভাষণে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসংখ্য সাহাবীর সম্মুখে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করেন— 'তারাকতু ফীকুম আমরাইনে লান্ তাযিল্লু মা তামাস্ সাক্ তুম বেহিমা কিতাবুল্লাহে ওয়া সুন্নাতী'—অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা উহা মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হ'বেনা। একটা আল্লাহর কিতাব—'আল-কুরআন' এবং অন্যটি আমার সুন্নাত 'আল-হাদীছ'।



www.ahlehadeethbd.org

পথভ্রষ্ট অর্থ—নীতিভ্রষ্ট হওয়া বা ন্যায়নীতি বিরোধী কাজ করা। মহানবী (ছাঃ) এর উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামী রাজনীতি বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত সত্যের উপর ভিত্তিশীল নীতিমালাকেই বলা হয় ইসলামী রাজনীতি; যা প্রকৃত পক্ষে নীতির রাজা। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে রাজনীতি করেছিলেন তার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের আকীদা-বিশ্বাসে বিপ্লব এনে সার্বিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত অনৈসলামী রসম-রেওয়াজকে তাওহীদী ফর্মূলায় ঢেলে সাজানো। তাই ইসলামী রাজনীতি বা সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত দু'টি। (১) প্রথমে আকীদায় বিপ্লব আনা এবং (২) পরে নির্ভেজাল তাওহীদী আকীদায় বিশ্বাসী নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী কর্মীদের একটি জামা'আত গঠন করা।

বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির নামে বহু রাজনৈতিক দল কাজ করে যাচ্ছে। এরা সকলেই পাশ্চাত্য থেকে ধার করা শিরকী গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। যার মূল শ্লোগান হ'ল— 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং পার্লামেন্টের অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত।' আল্লাহর নিরংকুশ আধিপত্য ও একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এই দুই শিরকী মন্ত্রকে মেনে নিয়েই এরা রাজনীতিতে নেমেছে। এরা এলাহী সার্বভৌমত্বের চাবিকাঠি ন্যস্ত করেছে মানুষের হাতে এবং কতিপয় মানুষকে মানুষের রবের (প্রভুর) আসনে বসিয়েছে। এরা পার্লামেন্টে বসে মেজরিটির সমর্থন নিয়ে আইন তৈরী করে। যেখানে আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী আইনের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়না। এরা রাজপথে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দেয়—"তোমার নেতা আমার নেতা বিশ্ব নবী মুস্তফা; সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল-কুরআন" ইত্যাদি। অথচ এরা ঘরে ফিরে পবিত্র কুরআনের শ্বাশত আইন— (অমা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু অমা নাহাকুম আনহু ফানতাহু— অর্থাৎ আর রাসুল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন সেটা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। হাশর : ৭) লংঘন করে রাসূলের পড়া নামাযের বিরোধী নামায পড়ে, রাসূলের হাদীছ বিরোধী যাকাত দিয়ে গরীবের হক্ব (পাওনা) লুণ্ঠন করেও এরা ইসলামের নামে রাজনীতির কথা বলে থাকে। তাই বর্তমান সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন এমন একটা ইসলামী সমাজ— যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ, থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।



www.ahlehadeethbd.org

# বিশ্ব মানবতায় নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)

মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ( যশোর )

যে সকল কীর্তিমান মহাপুরুষের আবির্ভাবে মর্তলোক ধন্য হয়েছে এবং যাঁরা অকাতরে নিজের জান-মাল উৎসর্গ করে মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছেন, মহামানব নবী মুহাম্মদ (ছাঃ) তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। আর কুরআন মজীদে একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসাবে ঘোষিত হ'য়েছে—"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"—( আহযাব : ২১ )

তাঁর শৈশব কাল থেকেই মানবতার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। বিবি হালিমার গৃহে তিনি কি সুন্দর মানবতাই না প্রদর্শন করেছেন। দুধ-ভাইয়ের জন্য একটি স্তন বাকী রেখে অন্যটা পান করতেন তিনি।

বিশ্বমাঝে সকলের চেয়ে তিনি ছিলেন মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। তাইতো তিনি মাত্র ১৩ / ১৪ বছর বয়সে আর্ত-পীড়িতদের জন্য গঠন করলেন এক সেবা-সংঘ—'হিল্ফ-উল্-ফযুল'।

কুরাইশ নেতা আবু লাহাবের দুর্বিনীতা স্ত্রী উম্মে জামীল মহানবী (ছাঃ) এর যাতায়াতের পথে কাঁটা ছড়িয়ে রেখে ও তাঁর নামে কুৎসা রটনা করে কত কষ্টই না দেছে তাঁকে। তবুও তিনি তার অসুখে সেবা-শুশ্রূষা করে মানবতার নিদর্শন স্থাপন করে গেছেন।

শুধু কি তাই? তিনি গরীব, দুঃখী, ইয়াতীম সবাইকে সমভাবে ভালবাসতেন এবং তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করতেন। অনুরূপভাবে শত্রুদের প্রতিও তিনি সদয় ব্যবহার করে গেছেন। ইতিহাস

সত্যের

www.ahlehadeethbd.org

যার স্বাক্ষর বহন করে। এজন্যই বুঝি তিনি মানব সমাজে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মনীষী ড্রেপার বলেছেন— "The man who all men has exercised the greatest influence upon the human race." অর্থাৎ—নবী ছিলেন সেই মানুষ, মানব সমাজের উপর যিনি সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন।

স্বদেশ বাসী আত্মীয় স্বজনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে তায়েফে গেলেন আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু তায়েফ বাসীরা তাঁর উপর ছোট ছেলে-মেয়েদের লেলিয়ে দিয়ে ইট-পাটকেলের আঘাতে তাঁর শরীর হ'তে রক্ত ঝরাতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয়নি। তবুও তিনি আল্লাহর কাছে তাদের অজ্ঞানতার জন্য জ্ঞানদানের দোয়া করলেন। প্রভুর কাছে আরয রাখলেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার। এত দয়া! এ মহনুভবতা! এত মানবতা! তিনি ব্যতীত আর কে রেখে গেছেন পৃথিবীতে? —কেহই নয়।

যে মক্কাবাসীদের নির্মম অত্যাচারে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের শত শত স্মৃতির মায়াজাল ছিন্ন করে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন। ১০ বছর পর মক্কা বিজয়ের দিনে তাদের সবাইকে ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে তিনি মানবতার মুক্তিদূত হিসাবে ইতিহাসে চির ভাস্বর হ'য়ে আছেন।

বিশ্ব মানবের জন্য নবী মুহদম্মাদ (ছাঃ) এর মানবতা প্রদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে উপমাহীন। তাঁর আদর্শের অনুসারী হিসাবে পৃথিবীর মানুষ যদি মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানব কল্যাণে সবকিছু উজাড় করে দিত তাহলে পৃথিবীটা কতইনা শান্তির, সুন্দরের হত। এজন্য প্রয়োজন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর আন্দোলনের মত সংস্কারমুখী মানবতাবাদী সমাজকল্যাণমূলক আন্দোলন বা বিপ্লবের। যার আঘাতে সমাজের বুক হতে চির-বিদায় নিবে সকল প্রকার অমানবীয় রসম-রেওয়াজ ও মতবাদ।

★



www.ahlehadeethbd.org

# ধর্ম : জাতীয় উন্নতিতে উহার প্রভাব

শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম ( রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় )

প্রত্যেক বিষয় জানার বা বোঝার অদম্য স্পৃহা মানুষের চিরন্তন স্বভাব। তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনের মনিকোঠায় প্রশ্ন জাগে—ধর্ম কি? ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়—বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সমাজে ধর্ম এক নয়। কোন ধর্মে একেশ্বর, কোন ধর্মে বহুশ্বর, আবার কোন ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কাজেই ধর্ম যেমন প্রাচীন ও জটিল বিষয় এর সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করাও তেমনি কঠিন। তবে এর সংজ্ঞা অবশ্যই পর্যাপ্ত অনুসন্ধানের পরিণামস্বরূপ হ'তে হ'বে। এজন্যই ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে *W. S. Brightman* স্বীয় *"A Philosophi of Religion"* গ্রন্থে বলেছেন— *"A philosophi of religion is itself an attempt to define religion, and an adequate definition of religion, must be the product of an adequate investigation."*

ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত। ইহার মূল আরবী শব্দ 'দ্বীন' এবং ইংরেজীতে বলা হয় *'Religion'*। ওয়েবষ্টারের ( *Webstar* ) অভিধান অনুযায়ী ইংরেজী *'Religion'* শব্দটি উদ্ভুত হ'য়েছে *'Religare'* শব্দ থেকে। যার অর্থ হ'ল—বন্ধন ( *bond* ) বা যা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে। কাজেই নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ হ'ল শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ। অপর দিকে *'Dictionary of Islam'* গ্রন্থে আরবী 'দ্বীন' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—*'Din* ( دين ) *is used for religion as it stands in relation to God'.* এ দৃষ্টিতে বলা যায় যে, ধর্ম হ'ল এমন একটি বন্ধন যার প্রভাবে মানুষ সর্বপ্রকারের অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থেকে আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়।



www.ahlehadeethbd.org

যুগের বিবর্তনে ধর্ম যেমন বিবর্তিত হয়েছে, তেমনি ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে বিভিন্ন মনিষী বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করেছেন। যা কোন না কোন দিক থেকে বিতর্কিত। তবে নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্মকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তা পর্যালোচনা করলে তিন ধরণের সংজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যায়। (১) মূল্যবোধ ভিত্তিক, (২) বর্ণনা-মূলক ও (৩) কার্মিক বা ক্রিয়াবাদী।

মূল্যবোধভিত্তিক সংজ্ঞায় ধর্ম কি হওয়া উচিৎ তাই নির্দেশ করা হয়। এই ধরণের সংজ্ঞায় ধর্মকে একটা নির্দিষ্ট মূল্যবোধের ছাঁচে ফেলে যাচাই করা হয়। একথা বলা বাহুল্য যে, ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় মূল্যবোধভিত্তিক সংজ্ঞার স্থান নেই।

বর্ণনামূলক সংজ্ঞা কতিপয় বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতিকে ধর্ম বলে চিহ্নিত করে। কিন্তু বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতিগুলোর মূল্য যাচাই করে না এবং তাদের কার্যকারীতা নির্দেশ করেনা। কাজেও ইহাও ধর্মের যুক্তিসংগত সংজ্ঞা হ'তে পারেনা।

কার্মিক বা ক্রিয়াবাদী সংজ্ঞায় ধর্মকে তার কর্মের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ধর্মের কাজ আলোচনা করে ধর্মকে বোঝানো হয়। ইহাও যুক্তিভিত্তিক নয়।

ধর্ম যেহেতু বিভিন্ন, তাই সকল ধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখে, ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্দেশ করতে হবে। কাজেই 'বর্ণনামূলক', 'মূল্যবোধভিত্তিক' ও 'কার্মিক বা ক্রিয়াবাদী' এই তিনের সমন্বয়ে ধর্মের সংজ্ঞা হওয়া যুক্তিযুক্ত। যেহেতু ধর্মের কতক-গুলো মৌল বিশ্বাসের বর্ণনা অবশ্যই থাকবে এবং তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে কতকগুলো মূল্যবোধ। আর এই মূল্যবোধের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হবে বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান। তাহলেই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যাবে।

সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টা সকল মানবাত্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— "আলাস্‌তু বেরাব্বিকুমুল আলা" অর্থাৎ—'আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু নই?' তখন তারা সবাই 'বালা' অর্থাৎ—'হ্যাঁ' বলে আল্লাহর প্রভুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তাই মানুষ এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হ'য়ে স্রষ্টার ধারণায় উপনীত হওয়ার প্রয়াস পায়। মানুষ চিন্তা করল এই বিশ্বজগত ও তার নিত্য বিবর্তন প্রকৃতিগত না, কোন অতি প্রাকৃত শক্তির প্রভাব? এই অতি প্রাকৃত শক্তি বা মহান স্রষ্টার ধারণায় সবাই যথার্থভাবে উপনীত হ'তে সক্ষম হ'লনা। কাজেই স্রষ্টার স্বরূপ চিন্তা করতে যেয়ে কেহ হ'ল জড়বাদী, কেহ হ'ল প্রকৃতিবাদী, কেহ হ'ল ঈশ্বরবাদী।



www.ahlehadeethbd.org

ধর্ম হ'ল—সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে যোগসূত্র। স্রষ্টার মহাত্ম্য ও অনুগ্রহের নিকট সৃষ্টি তথা বান্দাহর প্রণতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়াসই ধর্ম। সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করলেই স্রষ্টার ধারণা জন্মে। সেই স্রষ্টাকে সন্তুষ্টির জন্য আত্মনিবেদনের প্রশ্ন আসে। পবিত্র কুরআনে বলা হ'য়েছে—'অমা খালাক্‌তুল জিন্না ওয়াল ইন্‌সা ইল্লা লেইয়াবুদুন' অর্থাৎ—'আমি জীন ও ইনসান (মানুষ) জাতিকে ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।' এই ইবাদাতও দ্বিমুখী। একটি 'হক্কুল্লাহ' বা স্রষ্টার প্রতি; অপরটি 'হক্কুল ইবাদ' বা সৃষ্টির প্রতি। 'হক্কুল্লাহ' হ'ল কতকগুলো মৌল বিশ্বাসের বর্ণনা ও উপাসনার সমষ্টি। আর 'হক্কুল ইবাদ' হ'ল মূল্যবোধভিত্তিক বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান যা সৃষ্টি জগতকে শৃংখলিত করে। কাজেই সেই মূল্যবোধের আলোকে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সক্রিয় হওয়াই 'হক্কুল ইবাদ'। ফলে কতকগুলো মৌল বিশ্বাস; এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মূল্যবোধ এবং মূল্যবোধভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কর্মের সমন্বয়কে ধর্ম বলা হয়।

অতএব, মানুষের জীবনে ধর্ম এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বুদ্ধি ও গবেষণালব্ধ বিজ্ঞানের চরম সাফল্যের যুগে এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মকে অজ্ঞানতাবশতঃ আদৌ মানতে রাজী নয়। কাজেই জ্ঞানের যেখানে শেষ ধর্মের সেখানে শুরু। যখন মানুষের জীবনে সব সহায়-সম্বল শেষ হ'য়ে যায়, ধর্ম তখন তার সামনে আশার আলোকবর্তিকা জ্বেলে দেয়। তাই ধর্ম হচ্ছে— একটা নীরব ও উচ্চ শক্তি বা মানুষের পক্ষে কোন উচ্চতর শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া, যে শক্তি তার অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে বা যা মানুষের অন্তরে কাজ করতে থাকে এবং তাকে সৎ পথে পরিচালিত করে এবং তার মধ্যে সৎ গুণাবলী সৃষ্টি করে এবং যা মানুষের আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য পাওয়ার অধিকারী। এ সম্পর্কে *Oxford Dictionary* এবং জনৈক ইংরেজ লেখকের মন্তব্য গুরুত্বের দাবী রাখে।

*"Religion is recognition on the part of man of some higher unseen power as having control of his destiny, and as being entitled to obedence, reverence and worship."*

*"Religion is a silent and subtle power, that works in the heart of man and makes power of righteousness."*



www.ahlehadeethbd.org

একথা স্পষ্টতঃ যে, জাতীয় উন্নতিতে মানুষের জীবনে ধর্মীয় অনুভূতি বা ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। যদিও এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-গবেষণাকে সম্প্রদায়িকতার ধোঁয়া তুলে সমাজের মধ্যে অনাচার-অবিচার ও আপোষে দ্বিধা-বিভক্তির কাজে লিপ্ত আছে। মুলতঃ ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থই তাদের নিকট মূল বিষয় বলে বিবেচিত।

জাতীয় উন্নতির মূল চালিকা শক্তি মানুষ। চাই উহা ব্যক্তিক হোক ব সাংসারিক; সামাজিক হোক কিংবা ব্যবহারিক; রাজনৈতিক হোক অথবা অর্থনৈতিব এক কথায় সার্বিক ক্ষেত্রেই মানুষের যে কোন ধরণের অবদানই জাতীয় উন্নতির মূল অবলম্বন। তাই জাতীয় উন্নতির সোপান রচনা করতে হ'লে প্রয়োজন মানুষের সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠা। আর প্রকৃত পক্ষে একজন মানুষ সর্বপ্রকারের অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে পারে ধর্মীয় অনুভূতি বা ভাবধারার কারণে। সুতরাং ধর্মীয় অনুভূতি ব্যতীত একজন মানুষ কোন প্রকারেই সৎগুণে গুনান্বিত হ'তে পারে না। চাই সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন।

প্রসংগতঃ বলা যায়, একজন মানুষ যদি ব্যক্তি স্বভাবে চোর হয় এবং জাতির ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যদি তাকে যে কোন ধরণের কাজে লাগানো যায়, তাহলে তার নিকট হ'তে জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের আশা দুরাশার নামান্তর। কেননা তার কাছে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থই প্রবল। ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই সে জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ করবে। কারণ তার মধ্যে এই অনুভূতি নেই যে, চুরি করা একটা ঘৃন্য কাজ বা জঘন্য অপরাধ। প্রত্যেক ধর্মেই চুরি করা যে ঘৃণ্য অপরাধ, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা ইহাতে জাতির চরম ক্ষতি বিদ্যমান। এজন্যই ধর্মীয় অনুশাসনে উহার শাস্তিও নিরূপণ করা প্রত্যেক ধর্মেরই বিধান হিসাবে গণ্য। যদি চোরের মধ্যে ধর্মীয় বিধান ও আচার পদ্ধতি অনুযায়ী এই অনুভূতি জাগ্রত থাকত যে, চুরি করা একটা জঘন্য অপরাধ এবং উহা কোননা কোন দিক দিয়ে জাতীয় উন্নতির গতিরোধক। তাহলে তার পক্ষে আদৌও চুরি করা সম্ভবপর হত না। ফলে তখন তার কাছে ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থটাই বড় হয়ে দেখা দিত এবং তার দ্বারা জাতীয় উন্নতির স্মৃতিসৌধ রচনায় সহযোগীতা করা সম্ভব হত। যা সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এমনি ধরণের যত প্রকারের অন্যায়



www.ahlehadeethbd.org

অপকর্মমূলক কাজ আছে—প্রত্যেক ধর্মেই উহা করা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মোতাবেক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হ'য়েছে। কারণ উহা জাতীর জন্য চরম ক্ষতিকর। আর একথা দ্বিবালোকের মত সত্য যে, সর্বপ্রকার অন্যায়-অপকর্ম থেকে মানুষকে ধর্মীয় অনুভূতি বোধই বিরত রাখতে পারে। কাজেই জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে ধর্মীয় অনুভূতি এবং উহার প্রভাব একান্তভাবে প্রয়োজন।

ইতিহাসের খোলা দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায়,— ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে জাহেলী যুগে মানুষের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত জঘন্য পর্যায়ের ছিল। একদিকে যেমন সামান্য কারণেই তারা বছরের পর বছর আপোষ যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। মদ্যপান ব্যতীত কোন প্রকার কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উহা ছিল তাদের নিত্য দিনের সাথী। নারী ছিল তাদের নিত্য ভোগের সামগ্রী। তাদের খেয়াল-খুশীমত তারা যেকোন নারীকে যে কোন সময়ে ভোগ করতে এতটুকু দ্বিধা করত না। কাজেই নারী জাতির জীবনে ছিলনা কোন প্রকারের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা। সেবাদাসীর জীবনই ছিল তাদের জীবনের অনাকাংখিত সম্বল। ঐতিহাসিক খোদাবক্স এ প্রেক্ষিতে বলেছেন—*"War, woman and wine were the three absorbing passions of the Arabs".*

অন্যদিকে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে তাদের অন্তরে এতটুকু অন্যায়-বোধানুভূতি জাগ্রত হত না। অপরের ধনসম্পদ লুণ্ঠনই ছিল তাদের জীবিকা অন্বেষণের একমাত্র পন্থা। সুদ-ঘুষ জুয়া, মওজুদদারী, মুনাফাখোরী তো কোন ব্যাপারই ছিল না। এক কথায় তাদের জীবন ছিল জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত না থাকায় ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে ছিল না। কাজেই তৎকালীন সমাজে ধর্ম বিরাজিত থাকলেও উহার প্রতি তাদের কোন অনুভূতিই ছিল না। ফলে তাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সার্বিক ক্ষেত্রে অবনতি ছাড়া উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না।

পরিবর্তীকালে ইসলাম ধর্মের আগমনে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধি-বিধানের ফলে তাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি আস্তে আস্তে জাগ্রত হ'তে থাকে। ফলে যুগ-যুগ ধরে যে জাতি জাতীয় জীবনে উন্নতির পরিবর্তে সর্বপ্রকারের অন্যায়-অপকর্ম,



www.ahlehadeethbd.org

অনাচার-ব্যভিচার, লুট-তরাজ, যুদ্ধ-বিগ্রহ উপহার দিয়েছিল। অতি অল্প দিনের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতির প্রভাবে সেই জাতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নমুখী সুন্দর ও শান্তির সমাজ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং বিশ্বের মাঝে তারা আদর্শ জাতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। তাই জাতীয় উন্নতির সকল দিক ও বিভাগে মানুষের জীবনে ধর্মীয় অনুভূতি ও উহার প্রভাব অনস্বীকার্যভাবে স্বীকৃত।

পরিশেষে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ধর্মের সাথে প্রত্যেকটা জিনিষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিগুঢ়। ধর্মের সুসমীরণ ব্যতীত কোন জিনিষ সম্পূর্ণ সার্বজনীন হ'তে পারে না। কেননা ধর্মীয় বিধান স্রষ্টা ( আল্লাহ ) কর্তৃক প্রেরিত সৃষ্টির ( মানুষের ) চাহিদা অনুযায়ী কল্যানকর বিধান! যাতে ছোট-বড়, ধনী-গরীব সাদা-কালো এক কথায় সবকিছুকে সাম্যের ভিত্তিতে দেখা হয়েছে ।



www.ahlehadeethbd.org

# আমাদের কর্তব্য

তাহেরুন নেছা

নারী ও পুরুষ নিয়ে সমাজদেহ গঠিত। একটি অংগ বাদ দিলে যেমন দেহ স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে না, তেমনি সমাজের এ'দুটি অংগের একটিকে বাদ দিলে অথবা পিছিয়ে রাখলে সমাজের অগ্রগতি অসম্ভব।

বর্তমান সমাজ আধুনিকতার নামে ঘোর অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বিজাতীয় সংস্কৃতি সমাজটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের পংকিল আবর্তে সমাজ আজ ডুবতে বসেছে। এহেন অবস্থা হতে রক্ষা পেতে হ'লে সমাজকে অবশ্যই ওহীর আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

পরিবারই হ'ল সমাজের বুনিয়াদী কাঠামো। কাজেই সমাজ সংশোধনের পূর্বশর্ত হ'ল পরিবার সংশোধন। নারীই পরিবারের মূল পরিচালিকা। অতএব পরিবার সংশোধনের সিংহভাগ দায়িত্ব বর্তায় নারীর উপরে।

ইসলাম তার জন্মলগ্ন থেকেই ওহীর ভিত্তিতে সমাজ সংশোধনের পথে এগিয়েছে। প্রাথমিক যুগ হ'তেই মুমিন নারী ও পুরুষগণ তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মের পাশাপাশি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে সমাজ সংশোধনের কাজে অংশ নিয়েছেন, আজও অনেকে নিচ্ছেন। মা খাদীজা, মা আয়েশা, উম্মে সালমা, মা ফাতিমার নাম এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। বহু মহিলা সাহাবী রাসূলের হাদীছের রাবী ছিলেন। সৎ ও সুন্দর পরিবার গঠনে এইসব মহিলা সকল যুগের সকল নারীর জন্য অনুকরণীয়।



www.ahlehadeethbd.org

এক্ষণে বর্তমান নব্য জাহেলিয়াতের বিষবাষ্পে জর্জরিত সমাজকে সত্যিকারের মানবতার পথে উত্তরণের আবশ্যিক পূর্বশত হিসাবে নারীকে অবশ্যই বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে স্বীয় পরিবার গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। মানব রচিত কোন মতবাদের চাকচিক্যে নয় বরং আল্লাহ প্রেরিত মহান সত্যের আলোকে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে পরিবার গঠন ও সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমেই তা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিবেশী মা বোনদের নিকট নিয়মিত দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। এবং তাদেরকে দ্বীনের পথে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সকল প্রকার জাহেলী সংস্কৃতিকে বিদূরিত করে নিজ নিজ গৃহকে আল্লাহর রহমতের যোগ্য করে তোলার জন্য মহিলা সমাজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে।



www.ahlehadeethbd.org

# কুরআনের ভাষায় কথা বলা

সংকলনে : **মাসউদ বিন ইসহাক** ( খুলনা )

খ্যাতনামা তাবেঈ হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক ( ১১৮—১৮১ হিঃ ) হজ্জে যাওয়ার পথে এক বৃদ্ধার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তাঁর সকল বৈষয়িক প্রশ্নের জওয়াব বৃদ্ধা পবিত্র কুরআন থেকেই দিয়েছিলেন। নিম্নে তাঁদের কথোপকথন তুলে ধরা হ'ল।

১ —ইবনুল মুবারক : আস্‌সালামু আলায়কুম।

বৃদ্ধা : "সালামুন ক্বাওলাম মির রব্‌বির রহীম" ( ইয়াসীন ৫৮ )

২ —আপনি কোত্থেকে এসেছেন ?

জওয়াব : "সুবহানাল্লাযী আস্‌রা বি-'আবদিহী লায়লাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আক্‌ছা"...( ইস্‌রা ১ )। অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে এসেছি।

৩ —আপনি এই স্থানে কবে থেকে আছেন ?

জওয়াব : "ছালাছা লায়ালিন সাবিইয়া" ( মরিয়াম ১০ )। অর্থাৎ ক্রমাগত তিনরাত।

৪ —এখানে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা কি ?

জওয়াব : "অল্লাযী হুয়া ইউত্‌ইমুনী ওয়া ইয়াসক্বীন" (শু'আরা ৭৯)। অর্থাৎ আল্লাই ব্যবস্থা করেন।

৫ —রাস্তার উপরে এই গাছের নীচে আপনি ওযুর পানি কোথায় পান ?

জওয়াব : "...ফালাম তাজিদু মা-আন ফাতায়াম্মামু ছাঈদান তাইয়িবা" ( নিসা ৪৩ )। অর্থাৎ তায়াম্মুম করি।



www.ahlehadeethbd.org

৬ —ইবনুল মুবারক : এই নিন খাবার খেয়ে নিন।

বৃদ্ধা : "আতিম্মুছ ছিয়ামা ইলাল লায়ল" (বাক্বারাহ ১৮৭)। অর্থাৎ রোযা আছি।

৭ —এটাতো রোযার মাস নয় ?

বৃদ্ধা : "ওয়া মান তাতাউওয়া'আ খায়রান ফাইন্নাল্লা-হা শাকিরুন আলীম" (বাক্বারাহ ১৫৮) অর্থাৎ নফল রোযা রেখেছি।

৮ —সফরে তো রোযা ভাঙার অনুমতি রয়েছে।

জওয়াব : "ওয়া আন তাছুমূ খায়রুল লাকুম, ইন্ কুন্তুম তা'লামূন" (বাক্বারাহ ১৮৪)। অর্থাৎ রোযার মঙ্গল আছে।

৯ —ইবনুল মুবারক : আপনি আমার মত কথা বলুন ?

বৃদ্ধা : 'মা ইয়াল্ ফিযু মিন কাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাক্বীবুন আতীদ" (ক্বাফ ১৮)। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকটে ধরা পড়ার ভয়ে আমি সব কথা কুরআন দিয়ে বলি।

১০—আপনি কোন গোত্রের লোক ?

জওয়াব : 'ওয়া লা তাক্বফু মা লায়সা লাকা বিহী ইলমুন" (ইসরা ৩৬) অর্থাৎ যা জানোনা তার পিছে ছুটোনা।

১১—আমাকে ক্ষমা করুন আমি ভুল করেছি।

বৃদ্ধা : "লা তাছরীবা আলায়কুমুল ইয়াওমা ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম" (ইউসুফ ৯২)। অর্থাৎ আমার কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন।

১২—আপনি আমার উটে আরোহণ করে আপনার কাফেলার সাথে মিলিত হ'তে চান?

বৃদ্ধা : "ওয়া মা তাফ'আলু মিন খায়রিন ইয়া'লামহুল্লাহ" (বাক্বারাহ ১৯৭)। অর্থাৎ তোমরা কোন ভাল কাজ করলে আল্লাহ তা জেনে নিবেন।

১৩—তা হ'ল আসুন (এই বলে তিনি উট্নীকে মহিলার দিকে এগিয়ে দিলেন)।

বৃদ্ধা : (ক) "কুল লিল মুমেনীনা ইয়াগুয্যু মিন আবছারিহিম' (নূর ৩০) অর্থাৎ দৃষ্টি অবনমিত করুন। একথা শুনে ইবনুল মুবারক অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। মহিলা উটে উঠতে গিয়ে কাপড়ের একাংশ ছিঁড়ে গেলে বলে উঠলেন -(খ) 'ওয়া মা আছাবাকুম মিম মুছীবাতিন ফাবিমা কাসাবাত আয়দীকুম (শূরা ৩০)। তোমাদের কর্মের ফলেই



www.ahlehadeethbd.org

তোমাদের মুছীবত আসে'। এ আয়াত শুনেই ইবনুল মুবারক কাছে এসে বিপদমুক্ত করলেন। এতে খুশী হয়ে বৃদ্ধা তাঁকে প্রশংসা করে বললেন—(গ) "ফা ফাহ্হামনাহা সুলায়মা-না" (আম্বিয়া ৭৯)। অর্থাৎ সুলায়মানের ন্যায় আল্লাহ পাক তোমাকেও জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর উট্নী চলতে আরম্ভ করলে বৃদ্ধা বললেন – (ঘ) 'সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামাকুন্না লাহু মুকরিনীন" (যুখরুফাত) (পবিত্র সেই সত্বা যিনি এই বাহনটিকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে অনুগত করার ক্ষামতা রাখিনা)। এরপর ইবনুল মুবারক আরবের বিখ্যাত আরোহণ সংগীত গেয়ে দ্রুত উট চালাতে থাকলে বৃদ্ধা বললেন—(ঙ) "ওয়াক্ছিদ ফী মাশয়িকা ওয়াগ্যুয মিন ছাওতিকা (লুকমান ১৯) (চলার সময় মধ্যম গতি অবলম্বন করুন ও আওয়াযকে ছোট করুন)। ইবনুল মুবারক বুঝতে পেরে আস্তে চলতে লাগলেন ও গানের আওয়ায কমিয়ে আনলেন। এরপর মহিলা তাকে গানের বদলে কুরআন পাঠের উপদেশ দিয়ে বললেন— (ছ) "ফাক্রাউ মা তায়াস্সারা মিনাল কুরআন" (মুয্যাম্মিল ২০) ইবনুল মুবারক এবার গান ছেড়ে কুরআন পাঠ শুরু করলে বৃদ্ধা খুশী হয়ে বললেন—(জ) "ওয়া মা ইয়ায্যাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব" (বাকারাহ ২৬৯) 'জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।'

১৪— অনেকক্ষণ কুরআন পাঠের পর ইবনুল মুবারক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন— খাল্লাম্মা আপনার কি স্বামী আছে?
বৃদ্ধা জওয়াব দিলেন— "ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা তাস্'আলু আন আশ্ইয়া-আ' ইন্ তুব্দা লাকুম তাসু'কুম" (মায়েদা ১০১)। এর দ্বারা মহিলা বুঝাতে চাইলেন যে তাঁর স্বামী জীবিত নেই।

১৫— এইভাবে একসময় তাঁরা কাফেলার নিকটবর্তী হলেন। তখন ইবনুল মুবারক উক্ত মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন 'এই কাফেলায় আপনার কোন আপন-জন বা ছেলেমেয়ে আছে কি?

মহিলা জওয়াব দিলেন: 'আল মালু ওয়াল বানূনা যীনাতুল হায়াতিদ্দুনিয়া' (কাহাফ ৪৬) অর্থাৎ এই কাফেলায় আমার ছেলে সন্তান ও অর্থ-সম্পদ আছে।



www.ahlehadeethbd.org

১৬—প্রশ্ন : আপনার ছেলেরা কাফেলায় কি কাজ করেন ? অর্থাৎ তাদের কিভাবে চেনা যাবে ?

উত্তর : "ওয়া আলামাতিন ওয়া বিন্নাজ্মি হুম ইয়াহ্তাদূন" ( নাহল ১৬ ) অর্থাৎ তারা কাফেলায় নেতৃত্ব দেয়।

১৭—প্রশ্ন : আপনি কি তাদের নাম বলতে পারেন ?

উত্তর : "ওয়াত্তাখাযাল্লাহু ইবরাহীমা খালীফা, ওয়া কাল্লামাল্লাহু মূসা তাকলীমা, ইয়া ইয়াহ্ইয়া খুযিল কিতাবা বেকুওয়াহ (নিসা ১২৫, ১৬৪, মরিয়ম ১২) অর্থাৎ তাঁদের নাম ইব্রাহীম মূসা ও ইয়াহ্ইয়া। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রাঃ) কাফেলার নিকটে গিয়ে নাম ধরে ডাকলেন। তখন তিনজন যুবক এসে দাঁড়াল। মহিলা তাঁর সন্তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন—(ক) "ফাব'আছূ আহাদাকুম বে-ওয়ারাকিকুম হাযিহী ইলাল মাদীনাতি···( কাহাফ ১৯ )। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একজন বাজার থেকে খাবার কিনে আন। খাবার এসে গেলে মহিলা বললেন— (খ) "কুলূ ওয়াশ্রাবূ বিমা আসলাফ্তুম ফিল আইয়ামিল খালিয়াহ" ( আল-হাক্কাহ ২৪ )। অর্থাৎ তোমরা এখন খুশীমনে খাও। এরপর সম্মানিত মেহমানকে কৃতজ্ঞা জানিয়ে বৃদ্ধা বললেন—(গ) 'হাল জাঝাউল ইহসানি ইল্লাল ইহসা-ন' ( রহমান ৬০ ) 'সুকৃতির প্রতিদান সুকৃতি ছাড়া আর কি হ'তে পারে ?'

এই পর্যন্ত এসে এই পবিত্র কথোপকথন শেষ হ'য়ে গেল। বৃদ্ধার ছেলেদের নিকট থেকে হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রাঃ) জানতে পারলেন যে, এই সম্মানিতা মহিলা বিগত চল্লিশ বছর ধরে এভাবে কুরআন দিয়েই কথা বলে থাকেন।



www.ahlehadeethbd.org

Contents

# দাওয়াত ও জিহাদ গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

**মাহমূদুর রহমান** ( বগুড়া )

পাপ পথে লিপ্ত হওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। তাই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ দাওয়াত ও জিহাদ করে গেছেন। উম্মাতে মুহাম্মাদী হিসাবে দাওয়াত ও জিহাদের দায়িত্ব পালন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য্য কর্তব্য।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে অন্যায়-অপকর্ম পরিহার পূর্বক মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বানের নাম 'দাওয়াত'। আর একাজ যিনি করেন তাকে বলা হয় 'দা'য়ী'।

সমাজ হ'তে সর্ব প্রকারের বাতিল শক্তি ও কুরআন-হাদীছ বিরোধী প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে মানুষের সাধ্য অনুযায়ী ইসলাম ধর্মকে বিজয়ী রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল ব্যয় করার নাম 'জিহাদ'। আর একাজ তিনি করেন তিনি 'মুজাহিদ'।

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুয়াযী 'দাওয়াত' ও 'জিহাদ' এর সম্পর্ক অত্যন্ত নিগুঢ়। একটার সাথে অপরটা অংগাংগী ভাবে জড়িত। তাই যিনি 'দা'য়ী' তিনিই 'মুজাহিদ'

দাওয়াত ও জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন— "( হে উম্মাতে মুহাম্মাদী ) তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য পয়দা করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ প্রদান কর এবং মন্দ কাজে বাধা দান কর এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ।" —আল-ইমরান : ১১০।



www.ahlehadeethbd.org

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি জামায়াত (দল) থাকা চাই যারা ( মানুষকে ) মংগলের দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়, বস্তুতঃ একমাত্র এরাই সফলকাম " —আল-ইমরান : ১০৪ ।

অতএব, আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে শুধু ব্যক্তিগত আমলের জন্য নয়। বরং দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে মানুষকে সৎ পথে আহ্বানের এবং অন্যায় কাজে বাধা দানের জন্য সৃষ্টি করেছেন ।

দাওয়াত ও জিহাদের মহাত্ম প্রকাশ করতে যেতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন— "এবং কথায় ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, নিশ্চই আমি মুসলিমদের ( আত্মসমর্পণকারী ) অন্তর্ভুক্ত।" —হামীম আস-সাজদা : ৩৩ ।

"হে মু'মিনগণ ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজের সন্ধান দিব যা তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবে ? উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।" — আস-সাফ্ফ : ১০ / ১১ ।

দাওয়াত ও জিহাদের কাজ না করার পরিণতি যে অত্যন্ত ভয়াবহ সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

"যদি তোমরা ( দাওয়াত ও জিহাদে ) বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।—তওবা : ৩৯ ।

উপরোক্ত আল্লাহ তা'লার ঘোষণা অনুযায়ী দাওয়াত ও জিহাদই মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ। যদি কেহ এ দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে রাসূলের উত্তরসুরী হিসাবে আল্লাহর নিকটে গ্রেপ্তার হবে। আল্লাহ বলেন—

"হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর ; যদি না কর তবে তুমি তাঁর বার্তা ( রিসালত ) প্রচার করলে না ...... ।"—মায়িদাহ : ৬৭ ।



www.ahlehadeethbd.org

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ জানবেন না। তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্য্যশীল ?"—আল-ইমরান : ১৪২।

কাজেই মানুষের মুক্তির একমাত্র রাস্তা—'দাওয়াত ও জিহাদ'। এর কোন বিকল্প নেই।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, আমাদের দাওয়াত ও জিহাদ করার পিছনে অপরিহার্য্য দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ একাজ করার ফলে আমরা আল্লাহর কাছে ওযর পেশ করতে পারব যে, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়তঃ ইনশাআল্লাহ কোন হঠকারী ব্যক্তি কিয়ামতে অভিযোগ করতে পারবে না যে, আমরা তাদেরকে মুক্তির পথ দেখায়নি।

সুতরাং আসুন! সময় থাকতেই আমরা মুক্তির জন্য দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় ঝাপিয়ে পড়ি। আল্লাহ বলেন—

"...... আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"—হাজ্জ : ৪০।

ফালিল্লাহিল হামদ। অমা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

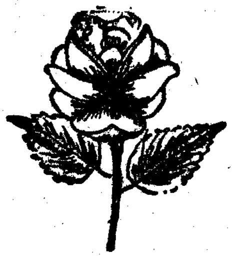



www.ahlehadeethbd.org

# মুক্তির একই পথ—দাওয়াত ও জিহাদ

## আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :—

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

## পাঁচটি প্রধান মূলনীতি :—

১। কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা।
২। তাকলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তি পূজার অপনোদণ।
৩। ইজতেহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত করণ।
৪। সকল সমস্যায় ইসলামকে একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ।
৫। মুসলিম সংহতি দৃঢ় করণ।

## যুবসংঘের চারদফা কর্মসূচী :—

১। তাবলীগ বা প্রচার।
২। তানযীম বা সংগঠন।
৩। তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ।
৪। তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার।

অতএব—আমরা চাই,

**এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ। থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।**



www.ahlehadeethbd.org